[বাংলাদেশ গেজেটে পরবর্তী বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[মূসক আইন ও বিধি শাখা]

ব্যাখ্যা পত্র নং- ০৩/মূসক/২০২২ তারিখঃ ২৮ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ১৩ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়ঃ **আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন করের প্রযোজ্যতা।**

সূত্রঃ ১) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর স্মারক নং-২৮.০০.০০০০.০২৮.৯৭.০০১.২২.৬৩, তারিখঃ২২/০৬/২০২২ খ্রিঃ;

২) নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড এর স্মারক নং-নেসকো/পিডি-এসএমপি/২০২২-২০২৩/১৫৬, তারিখঃ১৪/০৮/২০২২ খ্রিঃ;

৩) কনফিডেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এর পত্র নং-সিআইএল/কর নীতি/২০২২/০১,তাং-০৪/০৪/২০২২ খ্রিঃ;

৪) মেসার্স জার্মানীয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (GTC) এর ২৮/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সাম্প্রতিককালে, সূত্রে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সূত্রীয় পত্রসমূহের মাধ্যমে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৮ক অনুযায়ী আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে কোনো সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসকের প্রযোজ্যতার বিষয়ে মতামত/ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

০৩। বিষয়টি বিদ্যমান আইন ও বিধির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২(৬২) অনুযায়ী, কোন আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং একই আইনের ধারা ২(৮২) অনুযায়ী, প্রচ্ছন্ন রপ্তানি, রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা,২০১৬ এর বিধি ১৮ক অনুযায়ী আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়ছে, যা নিম্নরূপ:

(১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি (মূল ঠিকাদার) কর্তৃক আর্ন্তজাতিক দরপত্রের বিপরীতে সরাসরি পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রেঃ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (১) এ উল্লেখ আছে, "আন্তজার্তিক দরপত্রের বিপরীতে কার্যাদেশপ্রাপ্ত বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করা হইলে, নিম্নবর্ণিত দলিলাদি বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল সাপেক্ষে, উহা আইনের ধারা ২ এর দফা (৬২) এর অধীন প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:

১) আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত পণ্য সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারীকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, সরবরাহ আদেশ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্রয়াদেশের অনুলিপি;

২) স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবার বর্ণনা, পরিমাণ, পরিশোধিত অর্থ, বিল অব এন্ট্রি/মূসক চালানপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঘোষিত উপকরণ-উৎপাদ সহগ ইত্যাদির বিবরণ;

৩) পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত উপকরণ কর ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের জন্য পিআরসি (Proceed Realization Certificate) এর ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি।"

(২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি (সাব-কন্ট্রাক্টর/এজেন্ট/অন্য কোন সরবরাহকারী) কর্তৃক আর্ন্তজাতিক দরপত্রের বিপরীতে কার্যাদেশপ্রাপ্ত কোন মূল ঠিকাদারকে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রেঃ

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (২) এ উল্লেখ আছে, "বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আর্ন্তজাতিক দরপত্রে কার্যাদেশপ্রাপ্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশভুক্ত কার্যক্রমের আংশিক সম্পাদনের নিমিত্ত বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্রের বিপরীতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে, নিম্নবর্ণিত দলিলাদি বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল সাপেক্ষে, উহা আইনের ধারা ২ এর দফা (৬২) এর অধীন প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:

(১) আন্তর্জাতিক দরপত্রে কার্যাদেশপ্রাপ্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, সরবরাহ আদেশ, বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্রয়াদেশের তৎকর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি;

(২) আন্তর্জাতিক দরপত্রের অধীন স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবার বর্ণনা, পরিমাণ, পরিশোধিত অর্থ, বিল অব এন্ট্রি/মূসক চালানপত্র, ঘোষিত উপকরণ-উৎপাদ সহগ ইত্যাদির বিবরণ;

(৩) স্থানীয় বা আমদানি পর্যায়ে পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত উপকরণ কর ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের জন্য পিআরসি (Proceed Realization Certificate) এর ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি।"

০৪। বর্ণিতাবস্থায়, উদাহরণ সহকারে বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে স্পষ্টীকরণ করা হলো:

(১) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী **আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে** কার্যাদেশপ্রাপ্ত বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন মূল ঠিকাদার কর্তৃক **বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের** মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য বা সেবার সরবরাহ করা হলে এবং আবশ্যিকভাবে **বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে** মূল ঠিকাদার প্রচ্ছন্ন রপ্তানি অর্থ্যাৎ শূণ্য হারে পণ্য বা সেবা সরবরাহের সুবিধা প্রাপ্য হবেন। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে স্থানীয় মুদ্রায় কোন সরবরাহ প্রদান করা হলে প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

উদাহরণঃ ধরা যাক, কোন **আন্তর্জাতিক দরপত্রের** বিপরীতে দরপত্র আহবানকারী "ABC" নামীয় প্রতিষ্ঠানকে, "XYZ" নামীয় প্রতিষ্ঠান (যিনি মূল ঠিকাদার হিসেবে বিবেচিত ও বাংলাদেশে নিবন্ধিত) **বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের** মাধ্যমে পণ্য বা সেবার সরবরাহ করছে। উক্ত ক্ষেত্রে "XYZ" নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত সরবরাহ বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে।

(২) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (২) অনুযায়ী **আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে** কার্যাদেশপ্রাপ্ত কোন মূল ঠিকাদার (যিনি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত), মূল কার্যাদেশের আংশিক সম্পাদনের নিমিত্ত, বাংলাদেশে নিবন্ধিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান (অর্থ্যাৎ সাব-কন্ট্রাক্টর/এজেন্ট/অন্য কোন সরবরাহকারী) এর সহিত **বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণপত্র** স্থাপন করলে এবং উক্ত ঋণপত্রের বিপরীতে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল ঠিকাদারকে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হলে এবং আবশ্যিকভাবে বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত শর্তাবলী সাব-কন্ট্রাক্টর/এজেন্ট/অন্য কোন সরবরাহকারী কর্তৃক পরিপালিত হলে, উক্ত সাব-কন্ট্রাক্টর/এজেন্ট/অন্য কোন সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এক্ষেত্রে মূসক হার শূণ্য হবে। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে স্থানীয় মুদ্রায় কোন সরবরাহ প্রদান করা হলে প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

উদাহরণঃ ধরা যাক, **বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্র বা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে** পণ্য বা সেবা সরবরাহের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে দরপত্র আহবানকারী "ABC" নামীয় প্রতিষ্ঠান, "XYZ" নামীয় প্রতিষ্ঠানকে (যিনি মূল ঠিকাদার হিসেবে বিবেচিত) কার্যাদেশ প্রদান করে। পরবর্তীতে উক্ত মূল কার্যাদেশের আংশিক সম্পাদনের নিমিত্ত মূল ঠিকাদার **বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্রের মাধ্যমে** বাংলাদেশে নিবন্ধিত "MNP" নামীয় প্রতিষ্ঠানকে (অর্থ্যাৎ সাব-কন্ট্রাক্টর/এজেন্ট/অন্য কোন সরবরাহকারী) পণ্য বা সেবা সরবরাহের আদেশ/কার্যাদেশ প্রদান করে। এরূপ ক্ষেত্রে **বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (২) এর শর্তাবলী** "MNP" নামীয় প্রতিষ্ঠান **কর্তৃক পরিপালন সাপেক্ষে** উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে।

০৫। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্দেশক্রমে এ ব্যাখ্যাপত্র জারি করা হলো। বিষয়টি নির্দেশক্রমে অবহিত করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বা/-

(কাজী রেজাউল হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)
ফোনঃ ৮৩১৮১২০, এক্সঃ ৩৪৮
ই-মেইলঃ vatpolicy@gmail.com

প্রাপকঃ উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

[তাঁহাকে উল্লিখিত আদেশ এর ১০০ (একশত) গেজেট কপি মুদ্রণ ও মুদ্রিত কপি সরাসরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সরবরাহের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইলো]

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০৫৭.১৪/৩৭৭(২৪) তারিখঃ ১৩ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২-৪। সদস্য সদস্য (মূসক নীতি)/ (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)/(মূসক নিরীক্ষা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৫-১৭। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট,ঢাকা(উত্তর)/ঢাকা(দক্ষিণ)/ঢাকা(পূর্ব)/ঢাকা(পশ্চিম)/চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা /খুলনা/যশোর/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূসক।
১৮-২১। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূসক (আপীল) কমিশনারেট, ঢাকা-১/ ঢাকা-২/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।
২২। মহাপরিচালক, মূসক নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ১২৭ বড়মগবাজার, ঢাকা।
২৩। মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, চিটাগাং সমিতি ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২৪। মহাপরিচালক, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, সাগরিকা রোড, চট্টগ্রাম।
২৫। সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোডকরণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৭। প্রকল্প পরিচালক, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড, বিদ্যুৎ ভবন, হেতেম খাঁন, রাজশাহী-২০০০।
২৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কনফিডেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড,ইউনিক ট্রেড সেন্টার, ০৮ পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
২৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স জার্মানীয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (GTC),পুলিশ প্লাজা কনকোর্ড, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

১৩/১১/২২

(কাজী রেজাউল হাসান)
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)